২ মে টেলিফোন ভবনে বিক্ষোভ কর্মসূচী

২ মে বিএসএনএল এম্প্লয়িজ ইউনিয়ন দেশব্যাপী ভারত সরকার কর্তৃক পোস্টাল ফেডারেশন এবং পোস্টাল থ্রি ইউনিয়ন এর রিকগনিশন বাতিলের বিরুদ্ধে কালো ব্যাজ পরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। গত ২৬ এপ্রিল ভারত সরকার পোস্টালের সর্ববৃহৎ স্বীকৃত সংগঠন দু'টির রিকগনিশন বাতিল করে দেয়। এই অজুহাতে যে রাজনৈতিক দলকে এই সংগঠনদ্বয় আর্থিক সাহায্য করেছে। প্রকৃত ঘটনা সম্পূর্নই ভিন্ন। স্বাধীন ভারতের বৃহত্তম কৃষক আন্দোলনকে ৩০ হাজার টাকা, সিআইটিইউ এর মাধ্যমে ওয়ার্লড ফেডারেশনকে ৫০ হাজার টাকা ডোনেশন এবং সিপিআইএম পাবলিকেশনের বই এর দাম বাবদ ৪৯৩৫ টাকা দেওয়া হয়েছে। কাজেই কোন রাজনৈতিক দলকে আর্থিক সাহায্য করার যে প্রশ্ন উত্থাপন করে রিকগনিশন বাতিল করা হয়েছে তা ভিত্তিহীন। প্রকৃত ঘটনা হল পোস্টালকে কর্পোরেশন করার সরকারের নীতিকে প্রতিরোধ করার প্রধান বাঁধা এই দু'টি বৃহৎ সংগঠন। তাই যে কোন কৌশলে এদের দুর্বল করতে হবে এটাই কারন।

ক্যালকাটা টেলিফোনস সার্কেলে বিক্ষোভে বক্তব্য রাখেন কমরেড শিশির রায়, সর্বভারতীয় সহসাধারণ সম্পাদক এবং কমরেড শংকর কেশর নেপাল, সার্কেল সম্পাদক। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করা হয় এবং অবিলম্বে রিকগনিশন ফিরিয়ে দেবার দাবি করা হয়।

ক্যালকাটা টেলিফোনস-এর পরিষেবার উন্নতি ও কর্মচারীদের জ্বলন্ত সমস্যার সমাধানের জন্য আন্দোলন কর্মসূচি :-

১২/০৫/২০২৩, শুক্রবার: জিএম(নর্থ এবং ওয়েস্ট) দপ্তর অভিযান, হাওড়া সত্যবালা।
১৬/০৫/২০২৩, মঙ্গলবার: জিএম(ইস্ট এবং সাউথ) দপ্তর অভিযান, ৮২, বালিগঞ্জ প্লেস।
২৪/০৫/২০২৩, বুধবার: সিজিএম. অফিস টেলিফোন ভবন অভিযান। সময় : ১টা ৩০মিনিট

দাবিসমূহ :-

- **টেলি-পরিষেবার সম্প্রসারণ ও উন্নতি।**
- **সেলস এবং মার্কেটিং-এর সামগ্রিক উন্নতি করতে হবে।**
- **সিএসসিকে পেশাদারী করতে হবে।**
- **কর্মচারীদের অনতিবিলম্বে স্টাফ এমিনিটি দিতে হবে।**
- **ট্যাঙ্ক পরিস্কার, পানীয় জলের সুব্যবস্থা করতে হবে।**
- **অবিলম্বে প্রতিটি অপারেশন এবং বিজনেস এরিয়াতে ক্যাশলেস হসপিটাল চালু করতে হবে।**
- **পেনশনারদের বকেয়া মেডিকেল বিল অবিলম্বে প্রদান করতে হবে।**
- **অনিয়মিত কর্মচারীদের নূন্যতম মজুরি এবং সামগ্রিক সুরক্ষা চালু করতে হবে।**
- **কর্পোরেট অফিস এর নিয়ম অনুযায়ী পুনরায় মাসের দ্বিতীয় শনিবার ছুটি চালু রাখতে হবে।**

বিএসএনএল এ আর ভি আর এস নয়।

১১ মে সিজিএম অফিস চলো

প্রিয় কমরেড শাখা/জেলা সম্পাদক এবং সার্কেল কর্মকর্তাগণ,

কোলকাতা টেলিফোনস কর্তৃপক্ষ কর্পোরেট অফিসের গাইডলাইন এর বাইরে গিয়ে এক তরফাভাবে মাসের দ্বিতীয় শনিবার ছুটি বাতিল করে দিয়েছে। ইতোমধ্যে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিন পর্যায়ের আন্দোলন কর্মসূচী পালনসহ একাধিকবার কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নিরব ভূমিকা পালন করছে।

অথচ অপর "টেলিকম ডিস্ট্রিক্ট চেন্নাই" সার্কেলে কর্পোরেট অফিসের নির্দেশানুযায়ী মাসের দ্বিতীয় শনিবার ছুটি চালু রয়েছে।

সার্কেল কমিটির পক্ষ থেকে বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে আগামী ১১ মে সিজিএম অফিসে বেলা ১২.৩০ টা থেকে ধর্না ও বিক্ষোভ কর্মসূচীর ডাক দেওয়া হয়েছে।

এই কর্মসূচী সফল করতে সার্কেল কমিটির সকল সদস্য, শাখা সম্পাদক, ওয়ার্কিং কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক, শাখা সভাপতি এবং শাখা কোষাধক্ষদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করুন।

অভিনন্দনসহ,

—শংকর কেশর নেপাল, সার্কেল সম্পাদক।

নিজাম প্যালেসে স্মারকলিপি প্রদান

আজ ২৪ আগস্ট, ২০২৩, বৃহস্পতিবার নিজাম প্যালেসে সারা দেশের সঙ্গে কোলকাতায় DLC এবং RLC অফিস দপ্তরে বিএসএনএল এর ঠিকা কর্মচারীদের ৬ দফা দাবিসনদ নিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করা হয়। ডাক দিয়েছিল বিএসএনএলইইউ ও বিএসএনএলসিসিডাব্লিউএফ। কলকাতায় নিজাম প্যালেসে এই প্রোগ্রাম বেলা ২ টার সময় পালন করে কমিশনারের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এই সমাবেশে বিএসএনএল এম্প্লয়িজ ইউনিয়ন এর পক্ষে কমরেড শংকর কেশর নেপাল, কমরেড সুজয় সরকার, ক্যাজুয়াল এবং কন্ট্রাক্ট কর্মচারীদের পক্ষে কমরেড প্রদীপ্ত ঘোষ, কমরেড তাপস ঘোষ, পেনশনার্স সংগঠনের পক্ষে কমরেড আশিস দাস এবং কমরেড মনিষা বিশ্বাস বক্তব্য রাখেন।

দাবিসমূহ :-

১) প্রতিটি কর্মচারীকে নূন্যতম মজুরী দিতে হবে। ২) সামাজিক সুরক্ষা ইপিএফ এবং ইএসআই দিতে হবে। ৩) বোনাস দিতে হবে। ৪) অবসর বা মৃত্যুর পর গ্রাচুইটি দিতে হবে। ৫) পে স্লিপ দিতে হবে। ৬) হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করাতে হবে।

এই সভা পরিচালনা করেন কমরেড শিশির রায়। তার নেতৃত্বে ৪ জন সার্কেল সম্পাদকসহ ৫ জনের একটি প্রতিনিধি দল লেবার কমিশনারকে স্মারকলিপি পেশ করেন।

অবিলম্বে পে রিভিশন করতে হবে।

শ্রদ্ধেয় প্রবীন ডাক-তার কর্মচারী, সমবায় তথা মধ্যবিত্ত শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলনের প্রবাদ প্রতিম নেতা কমরেড বিজয় কিশোর গোস্বামীর স্বরণসভা

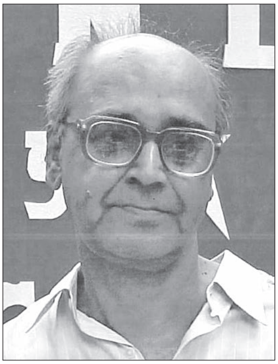

৮ মে সোমবার সকাল ৮ টা নাগাদ শ্রদ্ধেয় প্রবীন ডাক-তার কর্মচারী, সমবায় আন্দোলন সহ সমগ্র মধ্যবিত্ত শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলনের প্রবাদ প্রতিম নেতা কমরেড বিজয় কিশোর গোস্বামীর জীবনাবসান ঘটে। তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

নবদ্বীপের পুরোহিত পরিবারে তার জন্ম। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দ্বাদশ প্রজন্ম। ৫ ভাই ও ১ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন জেষ্ঠ্য। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তার পিতৃ বিয়োগ ঘটে। তাই অল্প বয়সেই তাকে অর্থাপার্জনের জন্য সেন্সাসের টেম্পোরারী কাজে যুক্ত হতে হয় ১৯৫১ সালে। ঐ কাজ চলাকালীনই তিনি জানতে পারেন যে পি অ্যান্ড টি বিভাগে টেলিফোন এক্সেঞ্জ তৈরী করার জন্য লোক নেওয়া হচ্ছে। রাসেল স্ট্রীটে তিনি টেম্পোরারীভাবে এই কাজে যুক্ত হন। পরের বছর ১৯৫২ করনীক পদে তিনি হাওড়া ওডিতে বিভাগীয় কর্মচারী হিসাবে ডাক-তার বিভাগে যুক্ত হলেন। চাকুরীর শুরু থেকেই তিনি একদিকে ট্রেড ইউনিয়ন এবং তার পাশাপাশি সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। কমরেড সালেক সাহেব তাকে সমবায় আন্দোলনে যুক্ত হতে উৎসাহিত করেন। এনএফপিটিই এর অন্তর্ভুক্ত সর্বভারতীয় টেলিকম ইন্জিনিয়ারিং ক্লাস থ্রি, লাইন্স্টাফ গ্রুপ-ডি ইউনিয়ন, ক্যালকাটা টেলিফোনস সার্কেলের সহসভাপতি, সভাপতি, পোস্ট এন্ড টেলিগ্রাফ ফেডারেশনের ফেডারেল কাউন্সিলার সহ বিভিন্ন পদে তিনি কাজ করেছেন। ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করতে গিয়ে সত্তরের দশকে কেন্দ্রীয় সরকারের আক্রমন তার উপর নেমে আসে। প্রাক জরুরী অবস্থার সময় ১৯৭৩ সরকারের মতে বিজয় কিশোর গোস্বামী, অনিমা দাশগুপ্ত, রেবা আইচ, অনিমা ব্যানার্জি, দীপক দত্ত, আর পি সরকার সহ ১৮জন সংগঠক বিপজ্জনক ব্যক্তি। তাই রুল-৩৭ প্রয়োগ করে সরকার বিজয় কিশোর গোস্বামী এবং তাদেরকে ভিন্ন রাজ্যে বদলি করা হয়। সংগঠনের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে তিনি এবং আরও কয়েকজন এই আদেশ নিতে অস্বীকার করেন। তাই সরকার ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত তাদেরকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করে এবং

অবিলম্বে ৪-জি ও ৫-জি প্রযুক্তি যুক্ত মোবাইল পরিষেবা চালু করতে হবে।

অফিসে প্রবেশ নিশিদ্ধ করে। এই বছরগুলিতে অফিসের বাইরে থাকতে হয়েছে তাকে। ইউনিয়নের দ্বিমাত্রিক সিদ্ধান্তের ফলস্বরুপ একদিকে সাংগঠনিক আন্দোলন, অপর দিকে আইনি লড়াই। এই আইনি লরাইতে যারা সেদিন অকৃত্রিম সাহায্য করেছিলেন– ডিপি সর্বাধীকারী অ্যান্ড কোম্পানী যার সর্বময়কর্তা ছিলেন টেলিকম কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম নেতা প্রয়াত কমরেড অজয় দাস, যিনি ট্রাফিক শাখার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। প্রয়াত নরনারায়ন গুপ্ত, স্নেহাংশুকান্ত আচার্য আইনি পরামর্শ এবং কলকাতা হাইকোর্টে শওয়াল করেন সর্বোপরি সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। এই আইনি লরাইতে জয় আসে। প্রথম জয়-অফিসে প্রবেশের অধিকার লাভ। চূড়ান্ত জয়-তারা পুনরায় সসম্মানের চাকুরী ফিরে পেলেন।

সমবায় আন্দোলনে তার ভূমিকা -ক্যালকাটা টেলিফোনস ডিস্ট্রিক্ট কো-অপারেটিভের সম্পাদক, ক্যালকাটা হোলসেল কো-অপারেটিভের চেয়ারম্যান,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কো-অপারেটিভ ব্যাংকের ডাইরেকটর। সারা ভারত নন-অ্যাগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভগুলির সার্ভে করতে কেন্দ্রীয় সরকার একটি স্টাডি গ্রুপ গঠন করেছিলেন। কমরেড বিজয় গোস্বামী সেই কমিটির সদস্য হিসাবে বহু জায়গায় ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। টেলি পরিষেবার সম্প্রসারণ এর জন্য সরকার একটি কমিটি গঠন করেছিলেন, যার নাম ছিল ফোকাস কমিটি। তৎকালীন পশ্চিম বাংলার অর্থ মন্ত্রী ডঃ অসীম দাশগুপ্ত চেয়ারম্যান এবং বিজয় কিশোর গোস্বামী তার একমাত্র সদস্য নিযুক্ত হন। এই কমিটির সুপারিশ গ্রহন করে সরকার ক্যালকাটা টেলিফোনসের টেলিপরিষেবার ব্যাপক উন্নতি এবং সম্প্রসারণ ঘটে। ১মে এক লক্ষ, তারপর ৫ লক্ষ এবং সর্বোচ্চ সারে ১৩ লক্ষ লাইনের লক্ষমাত্রায় পৌঁছাতে পেরে ছিল।

নব্বই এর দশকে জয়েন্ট কন্সালটেটিভ মেশিনারী গঠন করে সরকার। ক্যালকাটা টেলিফোনস সার্কেলের আরজেসিএম এর স্টাফ সাইড সেক্রেটারী ছিলেন কমরেড বিজয় কিশোর গোস্বামী ।

বিজেপি সরকার ২০০০ সালে সরকারী লাভজনক টেলিকম দফতরকে বেসরকারী করার লক্ষ নিয়ে কর্পোরেশনে রুপান্তরিত করে। নাম দেয় বিএসএনএল। সরকারের আক্রমণের বিরুদ্ধে নতুন পর্যায়ের আন্দোলন গরে তোলার জন্য তিনটি সংগঠনকে নিয়ে বিএসএনএল এম্প্লয়িজ ইউনিয়ন সার্কেল গঠন করা হয় ২৯ জুলাই,২০০১। তার সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন কমরেড বিজয় কিশোর গোস্বামী। তিনি ২০০৫ পর্যন্ত ঐ পদে কাজ করেছেন। ২০০৩ সালে কন্ট্রাক্ট কর্মচারীদের সংগঠিত করতে তাদের সংগঠন ক্যালকাটা টেলিফোনস ঠিকামজদূর ইউনিয়ন গরে তোলা হয় ক্যালকাটা টেলিফোনস সার্কেলে। সেই সংগঠনের সহসভাপতি হিসাবে তিনি নুন্যতম মজুরী, সামাজিক সুরক্ষা , বোনাস এই দাবিতে আন্দোলন গরে তোলেন। অনেক দাবি আদায়ও করেন। তিনি বাম পন্থায় বিশ্বাস করতেন। তিনি একজন প্রকৃত বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ ছিলেন। নিয়মিত বিজ্ঞান জার্নাল পরতেন বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার জানার জন্য। আজীবন শ্রমিক শ্রেনীর মতাদর্শের প্রতি গভীর আস্থা রেখে কাজ করে গেছেন। তবে গত কয়েক বছর বিশেষ করে তার স্ত্রী বিয়োগের পর তিনি ভীষন অসুস্থ হয়ে পরেন এবং আজ ৮ মে প্রয়াত হন।

তার প্রয়ানে কলকাতা টেলিফোন সার্কেল বিএসএনএল কো-অর্ডিনেশন কমিটি গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে। তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। কমরেড বিজয় গোস্বামী লালসেলাম,

কমরেড বিজয় গোস্বামী অমর রহে।

কাজের সময় বাড়ানো চলবে না।

সার্কুলার/সাএ/৯/২০২৩

৭ জুন,২০২৩, বুধবার, বিএসএনএল এম্প্লয়িজ ইউনিয়ন, ক্যালকাটা টেলিফোনস সার্কেলের কার্যকরী সমিতির একটি সভা টেলিফোন ভবন ইউনিয়ন ঘরে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড শিশির কুমার রায়, সার্কেল সভাপতি। সদ্য প্রয়াত কমরেড বিজয় কিশোর গোস্বামী, কমরেড সুবল সাহা এবং রেল দুর্ঘটনায় যারা নিহত হয়েছেন, তাদের স্মৃতির প্রতি নিরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে সভাপতি সভা শুরু করেন। সার্কেল সম্পাদক কমরেড শংকর কেশর নেপাল ১ জুনের জয়েন্ট ফোরামের মানব বন্ধন কর্মসূচী পালনের পর্যালোচনা করেন এবং অন্য আলোচনার বিষয়গুলি নিয়ে বক্তব্য রাখেন। সেই সঙ্গে তিনি আসন্ন কর্মসূচী সফলভাবে রুপায়নের প্রস্তাব রাখেন। এরপর তিনি সভার সামনে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য আবেদন করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহন করা হয়।

১) আগামী ১০ জুনের মধ্যে খেতমজুর ইউনিয়নের জন্য সংগৃহীত অর্থ প্রতিটি শাখা, যারা এখনও জমা করতে পারেননি, তারা সার্কেল সংগঠনকে জমা করে দেবেন।

২) ১৪ জুন জয়েন্ট ফোরাম এবং এআইবিডিপিএ রাজভবন অভিযান করে স্মারকলিপি রাজ্যপালকে জমা দেবেন। এই কর্মসূচী চারটি অপারেশন/বিজনেজ এরিয়া-টেলিফোন ভবন, বাগবাজার, বালিগঞ্জ প্লেস এবং হাওড়া সত্যবালাতে মধ্যাহ্ন বিরতীর সময় অনুষ্ঠিত করতে হবে। ফ্লেক্সসহ কর্মসূচীর ছবি পাঠাতে হবে।

৩) "বিপন্ন দেশ, বিপন্ন তার জনগন এবং ট্রেড ইউনিয়নের দায়িত্ব ও কর্তব্য" -এই বিষয় নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে চার জায়গায়-উত্তর এরিয়া , দক্ষিণ এরিয়া , পশ্চিম এরিয়া এবং কেন্দ্রীয় ভাবে টেলিফোন ভবনে।

৪) "৭ জুলাই দিল্লী চলো" এই কর্মসূচীতে কোলকাতা টেলিফোনস থেকে ১৮ জন সংগঠক অংশগ্রহন করছে।

৫) ১২ ও ১৩ আগস্ট বিএসএনএল ক্যাজুয়াল ও কন্ট্রাক্ট কর্মচারীদের সর্বভারতীয় সম্মেলন কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যে তার রিসেপশন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই সম্মেলনকে সফল করতে সর্বাত্বক উদ্যোগ নিতে হবে।

৬) জুন ১৬ থেকে জুলাই ১৫ তারিখ পর্যন্ত ইউনিয়নের নতুন সদস্য সংগ্রহ অভিযান চলবে। এব্যাপারে কর্পোরেট অফিস নোটিশ জারি করেছে। শাখা, জেলা এবং সার্কেল সংগঠকদের এখন থেকে নন মেম্বার, অন্য ইউনিয়ন এর যারা সদস্য, তাদের জয় করে বিএসএনএল এম্প্লয়িজ ইউনিয়ন এর সদস্য করার উদ্যোগ নিতে হবে।

Conversion from GPF to EPF - case of employees whose Presidential Orders have been cancelled – GS, BSNLEU, discusses with the CMD BSNL

The Presidential Orders (PO) that had been issued to some BSNL employees have subsequently been cancelled by the DoT. However, they are still continuing in the GPF Scheme. Especially, 73 officials of Odisha circle, working in CNTxE have not been shifted to EPF. They should have been shifted to the EPF Scheme immediately after cancellation of their POs. Many of these employees are in the verge of retirement. If they are not migrated to EPF system immediately, there will be lot of complications at the time of their retirement. BSNLEU has long been taking up this case with the Director (HR) and the PGM(Estt.). However, no improvement has come. Hence, Com.P.Abhimanyu, GS, took up this issue with Shri P.K. Purwar, CMD BSNL today (04.09.2023) and demanded immediate settlement of the problem. The CMD BSNL told that, implementation of EPF to these officials from the date of their appointment will result in payment of huge amount of penalty to the EPF Organisation by BSNL. At the same time, he assured that the Management will soon find out a methodology to solve this problem.
-P.Abhimanyu,GS.

বিএসএনএলে নিযুক্ত কর্মীদের ৩০% অবসরকালীন সুবিধা দিতে হবে।

ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষা শিবির

২১ জুন হাওড়া সত্যবালা টেলিফোন এক্সচেন্জ ইউনিয়ন অফিসে এবং ২৩ জুন টেলিফোন ভবন লেডিজ ক্লাব ঘরে বিএসএনএল কো-অর্ডিনেশন কমিটি, ক্যালকাটা টেলিফোনস্ সার্কেল আয়োজিত ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

বিষয়ঃ "বিপন্ন স্বদেশ, আক্রান্ত জনগণ এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ভূমিকা"

হাওড়া জেলার ক্লাসের বক্তা ছিলেন কমরেড সুভাস মুখার্জি, সিআইটিইউ রাজ্য সংভাপতি। শিক্ষা শিবিরে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন শিশির রায়, কনভেনার, সভাপতিত্ব করেন বিনয় সিং এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কমরেড শংকর কেশর নেপাল, সার্কেল সম্পাদক বিএসএনএলইইউ। এই শিক্ষা শিবিরে নিয়মিত, অনিয়মিত এবং পেনশনার কর্মচারীর উপস্থিত ছিলেন ৪৫ জন।

টেলিফোন ভবনের শিক্ষা শিবিরে মুখ্য বক্তা ছিলেন কমরেড জয়দেব দাশগুপ্ত, বেফি।

সভাপতি মন্ডলীতে ছিলেন কমরেড সুকান্তি মুখার্জি এবং বিশ্বজিত শীল।

কেন ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষা শিবির, তার প্রারম্ভিক ব্যাখ্যা করেন কমরেড শিশির রায়।

প্রায় সত্তর জন নিয়মিত, অনিয়মিত এবং অবসর প্রাপ্ত কর্মী এই শিক্ষা শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল ক্লাসটি।

সংবিধানের মর্মবস্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সামাজিক ন্যায় বর্তমান শাসক শ্রেনীর হাতে আক্রান্ত। ফ্যাসীবাদের লক্ষণগুলি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং বৃহত্তর গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে এটাই সময়ের চাহিদা।

২৭ জুন বাগবাজার টেলিফোন এক্সচেন্জে বিএসএনএল কো-অর্ডিনেশন কমিটি উত্তর জেলা একটি ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করে। কমরেড গার্গী চ্যাটার্জি, জেলা সভাপতি সিআইটিইউ , উত্তর ২৪ পরগনা, এই শিক্ষা শিবিরে প্রধান বক্তা ছিলেন। কমরেড সুব্রত ঘোষ শিক্ষা শিবির পরিচালনা করেন। শিক্ষা শিবিরের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করে প্রথমে বক্তব্য রাখেন কমরেড শিশির রায়, কো-অর্ডিশন কমিটির আহ্বায়ক। সার্কেল সম্পাদক কমরেড শংকর কেশর নেপাল সভা শেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে এই শিক্ষা শিবির।

২৮ জুন বালিগঞ্জ প্লেস জিএম অফিসে বিএসএনএল কো-অর্ডিনেশন কমিটি দক্ষিণ জেলা একটি ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করে। কমরেড শিশির কুমার রায়, সহ সাধারণ সম্পাদক বিএসএনএলইইউ, এই শিক্ষা শিবিরে প্রধান বক্তা ছিলেন। কমরেড বিশ্বজিত ফৌজদার শিক্ষা শিবির পরিচালনা করেন। শিক্ষা শিবিরের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করে প্রথমে বক্তব্য রাখেন কমরেড শংকর কেশর নেপাল, সার্কেল সম্পাদক বিএসএনএলইইউ। প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে এই শিক্ষা শিবির।

অবিলম্বে স্ট্যাগনেশন দুর করতে হবে।

কলকাতা টেলিফোনস কার্যকরী কমিটির সভা

৩০ জুন,২০২৩, শুক্রবার, বিএসএনএল এম্প্লয়িজ ইউনিয়ন, ক্যালকাটা টেলিফোনস সার্কেলের কার্যকরী সমিতির একটি সভা টেলিফোন ভবন ইউনিয়ন ঘরে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড শিশির কুমার রায়, সার্কেল সভাপতি। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যারা গণতন্ত্র রক্ষা এবং উদ্ধার করার জন্য নিহত হয়েছেন, তাদের স্মৃতির প্রতি নিরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে সভাপতি সভা শুরু করেন।

সার্কেল সম্পাদক কমরেড শংকর কেশর নেপাল ১৪ জুনের রাজভবন অভিযান, কমরেড বিজয় কিশোর গোস্বামী এবং সুবল সাহার প্রয়াণে স্মরণসভা, ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষা শিবির, সর্বভারতীয় খেতমজুর ইউনিয়ন এর জন্য অর্থ সংগ্রহ, “৭ জুলাই দিল্লী চলো” কর্মসূচী এবং বিএসএনএল ক্যাজুয়াল ও কন্ট্রাক্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সর্বভারতীয় সম্মেলন সংক্রান্ত কর্মসূচী রুপায়ন, পশ্চিম বাংলার আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং অন্য আলোচনার বিষয়গুলি নিয়ে বক্তব্য রাখেন। এই মুহূর্তে ১৬ জুন থেকে ইউনিয়ন এর নতুন সদস্য সংগ্রহ চলছে। চলবে ১৫ জুলাই পর্যন্ত। সকল সংগঠকে এই বিষয়ে উপযুক্ত ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে তিনি আসন্ন কর্মসূচী সফলভাবে রুপায়নের প্রস্তাব রাখেন। এরপর তিনি সভার সামনে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য আবেদন করেন।

বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়।

১) ইউনিয়ন এর শক্তি বৃদ্ধির জন্য নতুন সদস্য সংগ্রহ মাস (১৬ জুন থেকে ১৫ জুলাই,২০২৩ পর্যন্ত) গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে সময় দিয়ে প্রতিটি নন-এক্সিকিউটিভ কর্মচারীর নিকট যেতে হবে। বিশেষ করে যারা এখনও বিএসএনএল এম্প্লয়িজ ইউনিয়ন এর সদস্যপদ নেয়নি, তাদের সঙ্গে কথা বলে সদস্য করা এই সময়ের সবচেয়ে জরুরী কাজ।

২) সার্কেল ইউনিয়ন এর নেতৃত্বে সমস্ত শাখা এবং জেলা সংগঠনসমূহের উদ্যোগে ৭,৮০০.০০ টাকা খেতমজুর ইউনিয়নকে অনুদান দেওয়া হয়েছে। সর্বভারতীয় ইউনিয়ন এর মাধ্যমে ক্যালকাটা টেলিফোনস সার্কেল এই কর্মসূচী পালন করল। সার্কেল ইউনিয়ন এআইবিডিপিএ, বিএসএনএলইইউ, কর্টো, ঠিকামজদূর এবং আমাদের দরদি কমরেডদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছে।

৩) “বিপন্ন স্বদেশ, আক্রান্ত জনগণ এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ভূমিকা” -এই বিষয় নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে। চারটি জায়গায়-উত্তর জেলার বাগবাজার, দক্ষিণ জেলার বালিগঞ্জ প্লেস, পশ্চিম জেলার হাওড়া সত্যবালা এবং যৌথভাবে জেলা পূর্ব ও হেডকোয়ার্টার টেলিফোন ভবনে এই শিক্ষা শিবির আয়োজন করেছিলো। সার্কেল ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠককে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

৪) “৭ জুলাই দিল্লী চলো” এই কর্মসূচীতে কোলকাতা টেলিফোনস থেকে ১৮ জন সংগঠক অংশগ্রহন করছে। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ছুটি নিয়ে এই কর্মসূচীতে যাবেন।

এফ আর (৫৬ জে) চালু করে কর্মী ছাঁটাই করা চলবে না।

৫) ১২ ও ১৩ আগস্ট বিএসএনএল ক্যাজুয়াল ও কন্ট্রাক্ট কর্মচারীদের সর্বভারতীয় সম্মেলন কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যে তার রিসেপশন কমিটি গঠন করা হয়েছে। ডেলিগেটদের থাকার জায়গা বুক করা হয়েছে। তিন রকমের কুপন (৫০/১০০/২০০ টাকা) ছাপা এবং বিতরন করা হয়েছে। বিএসএনএল কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত ৪টি ইউনিয়নকেই এই কুপনের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে এই সম্মেলনকে সফল করতে সর্বাত্বক উদ্যোগ নিতে হবে। ইতোমধ্যে অর্থ সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। যারা এখনও এই কাজ শুরু করতে পারেননি, অবিলম্বে তাদের এই কাজ শুরু করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

৬) বামপন্থিরা শ্রমজীবী মানুষের স্বাভাবিক বন্ধু। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে আগামী ৮ জুলাই, ২০২৩ পঞ্চায়েত ভোট। শ্রমজীবি মানুষের অংশ হিসাবে বাম, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির পাশে দারানো আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে যার যেখানে যেটুকু সুযোগ আছে তাকে ব্যবহার করতে হবে।

২৭জুলাই দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস

প্রিয় কমরেডগণ,

মণিপুর এর ডাবল ইঞ্জিন এর সরকার যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালানোর মধ্য দিয়ে ওই অঞ্চলে যে ধ্বংস লীলা চালাচ্ছে, তার প্রতিবাদে দেশে ও বিদেশের মাটিতে মানুষ রাস্তায় নেমেছেন। আমরা বিএসএনএল কর্মচারীরা এর বাইরে থাকতে পারি না। ধর্মীয় আবেগ বা জাতি-উপজাতি অনুভুতি উপলক্ষ্য মাত্র, আসল লক্ষ্য হল মণিপুরের খনিজ সম্পদ আহরন করতে মণিপুরে 90% পাহাড়িয়া অঞ্চল দখল করা, যা পরে পুজিপতিদের হাতে হস্তান্তর করা। আর সে কাজ সহজ করতে কুকি-নাগাদের সাথে মেইতিদের মধ্যে দাঙ্গার পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে... তিন মাস ধরে চলছে হত্যাকান্ড, ধর্ষণ, লুঠপাট, অগ্নিসংযোগ, যা পরিকল্পনা মাফিক করা হচ্ছে। এই মাস্টার প্ল্যান এবার আরএসএস নিয়োন্ত্রিত বিজেপি সরকার অন্য রাজ্যেও করবে। তাই গনতন্ত্র ও শান্তি রক্ষার দাবিতে পথে নামতে হবে আমাদের। বিএসএনএল এম্প্লয়িজ ইউনিয়ন এবং বিএসএনএল ওয়ার্কিং ওমেন কো-অর্ডিনেশন কমিটি আগামী ২৭জুলাই দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালনের ডাক দিয়েছে... আমরা আমাদের সার্কেলে বিএসএনএল কো-অর্ডিনেশন কমিটি সবাইকে সাথে নিয়ে এই কর্মসূচি পালন করতে চাই। তাই, ওই দিন নিয়মিত, অনিয়মিত ও পেনশনাররা আসুন, এক সাথে এই কর্মসূচী পালন করি।

---

৮ আগস্ট রানী রাসমনি এভিনিউতে ধর্না ও বিক্ষোভ

প্রিয় শাখা/জেলা সম্পাদক/ সার্কেল কর্মকর্তাগণ,

আগস্ট ৮-৯ তারিখ ধর্মতলায় রানী রাসমনি এভিনিউতে দুপুর ১ টা থেকে ৬ টা পর্যন্ত ধর্না ও বিক্ষোভ কর্মসূচী পালিত হবে। এই দু'দিনের মধ্যে ৮ তারিখ ক্যালকাটা টেলিফোনস্ সার্কেল এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে।

এই ধর্না ও বিক্ষোভ কর্মসূচীতে সংশ্লিষ্ট সংগঠকগণকে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

অভিনন্দনসহ,

শংকর কেশর নেপাল, সার্কেল সম্পাদক, বিএসএনএল এম্প্লয়িজ ইউনিয়ন।

টি টি, জে ই, জে টি ও, জে এ ও পরীক্ষা নিয়মিত চালু রাখতে হবে।

সিজিএম কলকাতা টেলিফোনস-এর সঙ্গে ইউনিয়নের মিটিং

জুলাই ২৪ বিএসএনএল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, ক্যালকাটা টেলিফোনস্ সার্কেল ও বিএসএনএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ম্যানেজমেন্ট এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শ্রীদেবাশিস সরকার, সিজিএম, শ্রীসুমন চাটার্জি, ডিজিএম (এইচ আর এডমিন), শ্রীগৌতম চক্রবর্তী, ডিজিএম (সেল্স এন্ড মার্কেটিং), শ্রীসুপ্রিয় কর, এজিএম(এডমিন)।

স্টাফ সাইডের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কমরেড শিশির কুমার রায়, কমরেড শংকর কেশর কেশর নেপাল, কমরেড সুকান্তি মুখার্জি, কমরেড রামসুন্দর বসু, কমরেড বিশ্বজিত শীল, কমরেড বিনয় কুমার সিং, কমরেড সুব্রত ঘোষ।

যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়-

১) ক্যালকাটা টেলিফোনস্ এর বর্তমান টেলিপরিষেবার অবস্থা।

২) মার্কেটিং এবং সেল্সের দুর্বলতা কি করে কাটানো যায়।

৩) বিএসএনএল কর্মচারীদের বকেয়া অর্জিত পাওনা স্টাফ অ্যামিনিটি মিটিয়ে দেওয়া।

৪) জিপিএফ এর লোন এবং ফাইনাল টাকা তোলার সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনা।

৫) কন্ট্রাক্ট কর্মচারীদের বকেয়া এবং বর্তমান বেতন সংক্রান্ত আলোচনা।

৬) যাদবপুর এরিয়াতে কর্মরত স্পোর্টস্ পার্সেন অমৃতা এবং সুদীপ্ত ‘র অনুশীলনের সময় সংক্রান্ত আলোচনা।

৭) হেড কোয়ার্টারে কর্মরত সুজাতা ভট্টাচার্য এর বন্ধ বেতন চালু করা সংক্রান্ত আলোচনা।

৮) মোটর ড্রাইভার ননী গোপাল সীল এর ডট/বিএসএনএল এর স্টাফ সংক্রান্ত আলোচনা।

৯) আমতলা টেলিফোন এক্সেঞ্জের কেবিল স্টোর সংক্রান্ত আলোচনা।

১০) নির্মাল্য গংগোপাধ্যায়, দেবাশিস চক্রবর্তী, জয়দেব অধিকারী এবং সৌরভ বনিক এর কোর্ট/ভিজিলেন্স কেস সংক্রান্ত আলোচনা।

১১) সেকেন্ড সাটার্ডে ছুটি সংক্রান্ত আলোচনা।

প্রতিটি বিষয়ে আলোচনাই ইতিবাচক হয়েছে। মিনিটস পাওয়ার পর বিস্তারিত জানানো হবে।

শোক সংবাদ

কমরেড সম্মেলন প্রসাদ মিত্র গতকাল সন্ধ্যায় প্রয়াত হোয়েছেন। ক্যালকাটা টেলিফোনস্ সার্কেল এর তিনি প্রথমে প্রশাসনিক সার্কেল ইউনিয়ন এবং পরবর্তীকালে শাখা গঠিত হওয়ার পর, হেডকোয়ার্টার শাখায় সংগঠনের কাজ করেছেন। ক্যালকাটা টেলিফোনের ওয়েলফেয়ার ইন্সপেক্টর হিসাবে দক্ষতার সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন। সিটিডি কো-অপারেটিভের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন সংগঠনের পক্ষ থেকে। তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনাজ্ঞাপন করছি। অবসর গ্রহণের পর তিনি তার এলাকায় গণ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কমরেড সম্মেলন প্রসাদ মিত্র লালসেলাম।

অবিলম্বে নতুন প্রোমোশন পলিসি চালু করতে হবে।

CO-ORDINATION COMMITTEE of
BSNL EMPLOYEES UNION (BSNLEU)
ALL INDIA BSNL DOT PENSIONERS ASSOCIATION (AIBDPA)
CALCUTTA TELEPHONES THIKA MAZDOOR UNION (CTTMU), CORTO
Calcutta Telephones Circle

MEMORANDUM

BSNLCC/2023/Memrandum **Date: 20.07.2023**

To,
The Chief General Manager,
BSNL, Calcutta Telephones District
Telephone Bhavan, Kolkata-700001

Sub: - Submission of Memorandum on various demands of casual/contract workers.

Sir,

BSNL Casual and Contract Workers Federation is observing the "National Demand Day" on 20th July, 2023, to highlight the genuine demand of Casual Contract Workers to the Management at various level. In this connection, we would like to draw your attention towards the problems of the Casual Contract labourers working in BSNL. You are surely aware that we are continuously drawing the attention of the administration for a long time at different levels about the sufferings and demands of these workers. The administration is very much reluctant to resolve the problems of these workers who are attached with BSNL service for a long time. Such attitude of the administration is not at all desirable. BSNL Casual & Contract Workers' Federation has decided to observe 'National Demand Day' on 20th July, 2023 throughout the country. We like to draw the attention of the BSNL management towards the demands of the workers through submission of memorandum to the authority at all level. Our demands are as follows-

1. Proper utilisation of casual& contract workers for expansion of BSNL service:
The vacuum which has been developed at the OA level due to VRS of 78000 regular employees, we could utilise these experienced casual/contract workers to cope up with the shortage of staff with an aim of expansion of BSNL service. We can utilise these workers not only for fault repair of Land Line but also for FTTH, Marketing, BTS& Tower Maintenance, Customer Service Centre and OLT connections etc. and also for daily interaction with the customers linked with various services.

2. Stop retrenchment of the contract workers:
We have vehemently protested against the exploitation of labourers through SLA system after retrenching the workers attached with old JCL system. After scraping the old system, a good number of contract workers were either retrenched or could not attached with the new system through introduction of SLA system in various states for the last 3 to 4 years. Even these workers are being retrenched in the name of forceful retirement at the age of 55 years which is most condemnable. Today on the occasion of National Demand Day we are demanding 'To Scrap the Policy of Retrenchment of Contract Workers and Reinstate the Retrenched Workers.

3. Payment of pending wages:
We are for a long time demanding the payment of pending wages of the contract workers. Though sometimes some initiatives have been taken from the administration in this regard but fact remains that in some BAs of some Circles the incident of non-payment of pending wages for 12 to 24 months to the old contract workers is still taking place. Though the situation in some circle is improved but the workers of some circles are spending their days in helpless condition due to non-payment of wages for a long time. The administration has taken the policy of non-payment of pending wages as a punishment or revenge measure where the SLA system has not been introduced. It is very much condemnable. Today on the National Demand Day we are demanding to make payment of pending wages to the contract workers immediately. At the same time the management should ensure the payment of wages to the workers engaged in SLA system on the last day of the month.

Received
O/o the Chief General Manager
Telephone Bhavan
Kolkata
700001

বিএসএনএল এর বিটিএস বিক্রি করা চলবে না।

CO-ORDINATION COMMITTEE of

BSNL EMPLOYEES UNION (BSNLEU)
ALL INDIA BSNL DOT PENSIONERS ASSOCIATION (AIBDPA)
CALCUTTA TELEPHONES THIKA MAZDOOR UNION (CTTMU), CORTO
Calcutta Telephones Circle

4. Review of SLA system:
At present the new policy SLA system has been introduced, more or less, in every circle: While introducing the SLA system the administration pleaded for the improvement of the service, increase of income and addition of new of customers. But the reality is, we could not get any success for the last 2 to 3 years in these spheres. On the basis of reality, we are raising the demand to review the effectiveness of SLA system. We are of the opinion that the SLA system has been introduced with an aim to reduce the number of workers through retrenchment only and encouraging the vendors to exploit the workers by violating the labour act of the country. At the same time, it is learnt the wages of the contract workers engaged in SLA system has been reduced but the expenditure under SLA head has not been reduced rather it has been increased. We, therefore, again raising the demand to review the policy of SLA system and at the same time demanding to introduce the minimum wage and social securities for the workers working in SLA system.

5. Ensure Govt. Rules for payment of wages and benefits:

We, at present, noticing that the workers attached to SLA system are being deprived of from getting their wages on the last day of the month. In the old JCL system, the workers had the pain of not getting their wages in proper time for not having fund for months together. It was then assured by the administration that this problem of non-payment of wage will not be there after introduction of SLA system. But we have noticed the workers attached to SLA system are not getting their wages in number of circles.

6. Payment of wages of casual workers based on 7th CPC:
It is about three thousand Casual Workers who are performing duty since DOT period The BSNL management has decided to pay their wages in CDA pay scale. The wages of the casual workers were being revised from time to time as and when the pay scale of the Central Govt employees got revised based on CPC recommendations. It is unfortunate that wages of the Casual workers working in BSNL are not being revised even after 7°CPC recommendations. The matter was discussed in the 35 meeting of the National Council and it was decided to revise the wages of the casual workers based on7 CPC recommendations. But till date, the wages of the casual workers have not been revised. The management is unnecessarily tagging it with the 3d PRC which is contrary to the discussions and decisions of the National Council meeting. Today on the Demand Day we are raising the demand to revise the wages of casual workers as per the recommendation of 7 CPC and at the time we are demanding their regularisation.

Sir, we hope that you will give proper importance to the above-mentioned issues and take proper action to resolve these genuine demands.

Thanking you,

With regards,

Sisir Kumar Roy.
Convenor, BSNLCC

Sankar Kr Nofail
C/S BSNLEU

C.S, C.T.T.M.U.

Manisha Biswas
ACS AIBDPA

Sunil Dutta
Asst. Secy CORTO

BSNL EMPLOYEES UNION

Central Head Quarters

BSNLEU

P. Abhimanyu
General Secretary

Ph.: 011-25705385
Fax : 011-25894862

Main Recognised Representative Union.
Dada Ghosh Bhawan, 2151/1, New Patel Nagar,
Opp. Shadipur Bus Depot, New Delhi-110008
E-mail : bsnleuchq@gmail.com, Website : www.bsnleu.in

BSNLEU's items to be discussed in the forthcoming National Council meeting.

(1) Settlement of Wage Revision.

The DoT vide it's letter no. no.F.62-2/2016-SU dated 27th April, 2018, has directed the CMD BSNL to get a Wage Revision agreement signed with the Recognised Trade Unions of the Non-Executives and send the same for it's approval. Based on this direction of the DoT, a Joint Wage Negotiating Committee was formed. After threadbare discussions in the Joint Wage Negotiating Committee, the following new pay scales for the Non-Executives were finalised in the Joint Wage Negotiating Committee, through consensus between the Staff Side and the Management Side.

Grade	Existing (Rs)	Revised (Rs)
NE-1	7760-13320	19000-45700
NE-2	7840-14700	19200-49900
NE-3	7900-14880	19300-53000
NE-4	8150-15340	19900-56300
NE-5	8700-16840	21300-59800
NE-6	9020-17430	22000-63500
NE-7	10900-20400	26600-69300
NE-8	12520-23440	30600-79600
NE-9	13600-25420	33200-86300
NE-10	14900-27850	36400-94500
NE-11	16370-30630	39700-104000
NE-12	16390-33830	39900-114800

This Joint Wage Negotiating Committee was reconstituted after the retirement of Shri H.C. Pant, Chairman of the Committee. However, after the re-constitution of the Joint Wage Negotiating Committee, the Management Side started pressing on the Staff Side members to modify the proposed new pay scales, which have already been finalised in the Joint Wage Negotiating Committee through consensus. The Management Side wants to cut down the minimum and the maximum of all the pay scales of the Non-Executives, with the view to reduce the expenditure on account of pension contribution. The pay scales of the Executives are already finalised by the 3rd PRC. The BSNL Management has no power to cut down the pay scales of the Executives. Under this circumstance, it will be a great injustice that, the Management wants to cut down the minimum and maximum of the pay scales of the Non-Executives, in the guise of reducing the expenditure on pension contribution. Cutting down the maximum of the already agreed pay scales of the Non-Executives, will only help to make the "Stagnation" as a perennial problem. Hence, a deadlock has arisen on this issue in the Joint Wage Negotiating Committee. The Staff Side members do not want to cut down the pay scales which have already been finalised through consensus between the Management Side and the Staff Side. It is requested that, the top Management should intervene on this matter and remove the deadlock that has been created by the members of the Management Side in the Joint Wage Negotiating Committee.

(2) Implementation of a new promotion policy for the Non-Executives of BSNL.

The Non-Executive Promotion Policy (NEPP) was implemented in BSNL w.e.f. 23.03.2010. As a matter of fact, the agreement for this promotion policy was signed between BSNLEU and the

Management in October, 2008 itself. Hence, the Non-Executive Promotion Policy is almost 14 years old now. Much water has flown under the bridge, since the NEPP was implemented. Hence, a new promotional policy has to be put in place for the Non-Executives of BSNL. Undoubtedly, the NEPP has brought much improvements in the career progression of the Non-Executives, vis-à-vis the earlier promotional schemes, viz., the OTBP, BCR, etc.

At the same time, it is needless to state that, a lot of disparities and discriminations are existing between the NEPP and the promotional policy of the Executives (EPP). For example, under the Executive Promotion Policy (EPP), the first upgradation is given on completion of 4 years and the subsequent upgradations are given on completion of 5 years. Whereas, in the NEPP, the upgradations are given on completion of 4 years, 7 years, 8 years and 8 years for the Non-Executives absorbed from the DoT. In respect of the Non-Executives directly recruited by the BSNL, the upgradations are given only on completion of every 8 years of service.

Such disparities and discriminations in the promotional policies of the Executives and Non-executives, within the same organisation, are untenable. Hence, this issue needs to be addressed without delay. Likewise, the discrimination between the employees absorbed from the DoT and the employees directly recruited by BSNL, needs to be removed without further delay.

Further, large chunk of the Non-Executives suffer from the chronic problem of stagnation. This problem needs to be resolved immediately. It is important to state that, when an employee who is affected by stagnation is promoted to a higher pay scale, he continues to suffer from stagnation, even from the day one of his promotion in the higher pay scale. This is a very ridiculous situation, which needs to be removed immediately. In view of the above reasons, it is demanded that, a new promotional policy should be implemented for the Non- Executives.

(3) Review the results of the failed SC/ST candidates, in LICEs, by applying lower standard of evaluation, in accordance with the DoP&T order.

As per the DoP&T order no. 36012/23/96-Estt.(Res)- Vol.II dated 03rd October, 2000, the results of the failed SC/ST candidates, in the promotional examinations, should be reviewed, by applying lower standard of evaluation. However, this order is not being implemented in BSNL. In the internal examinations, viz., TT LICE, JE LICE and JTO LICE, SC/ST posts remain unfilled. The relevant portion of the aforementioned DoP&T order reads thus:-

> *"Provided that nothing in this Article shall prevent in making of any Provision in favour of the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for relaxation in qualifying marks in an examination or lowering the standards of evaluation, for reservation in matters of promotion to any class or classes of services or posts in connection with the affairs of the Union or of a State."*

As per this order, the unfilled SC/ST posts should be filled up by reviewing the results of the failed SC/ ST candidates, by applying Lower Standard of Evaluation. BSNLEU has specifically taken up the case of Shri Mothi Lal, Motor Driver, HRMS No.199601629, who has narrowly failed in the JE LICE held on 18.12.2022. Hence, the Management is requested to ensure that, the results of the failed SC/ST candidates, in the LICEs, are reviewed in accordance with the provision contained in the DoP&T letter.

(4) Review of the Restructuring of Manpower.

After 80,000 employees retired under VRS-2019, Management re-fixed the strength of various cadres in a hotch-potch manner and without any relevance to the field level requirements. Hence, a review of the Restructuring Scheme is being strongly demanded. Now, the Corporate Office has called for inputs from the circles, for reviewing the sanctioned strength of various cadres. However, it is extremely disappointing to note that, the Restructuring Branch has narrowed down the scope of the review and has limited it to the review based on New Business, Projects, etc. This is nothing but, a routine exercise being done in the Organisation to re-fix the sanctioned strength based on new assets etc. This is not the review being demanded by the Union.

The Management has done an injustice to the Non-Executive cadres by drastically cutting down the sanctioned strength of their posts, as well as the posts in their promotional cadres of JTO, JAO, etc. At the same time, the cut effected in the posts of the senior officers is very minimal. The details of the posts cut down in the lower level cadres are given below.

টি টি, জে ই, জে টি ও, জে এ ও পরীক্ষা নিয়মিত চালু রাখতে হবে।

JE and Draftsman – 76.94% ; Telecom Technician – 90.84% ; ATT – 79% ; OS / AOS / SOA / JOA (Sr.TOA) – 88.57% ; JHT / SHT – 64.04%. The posts in the JTO and JAO, which are the promotional cadres of the Non- Executives, has been cut down by 70.73%. At the same time, only minimal cut has been implemented in the posts of senior officers. The details are as follows:-

CGM / PGM / Sr.GM posts– only 27.27%. DGM/SE Eq. posts– only 21%. DR DGM posts– only 20%. AGM /CAO /EE posts– only 11.26%. The above figures clearly establish that, the posts of the lower grade cadres have been drastically cut, while only a cosmetic touch up has been made in the posts of senior officers.

It is an undeniable fact that, the Management had carried out Restructuring of Manpower without conducting any scientific study, considering the field level realities and requirements. The huge cut implemented by the Management in the strength of the Non-Executive cadres and in their promotional cadres, viz., JTO and JAO, has not only imposed huge workload on the Non-Executive cadres, but has also virtually denied their promotions to the higher posts. This is a very big injustice. In view of the foregoing, the Management is requested to conduct a scientific study regarding the manpower requirements in the Non-Executive cadres, as well as in the cadres of JTO and JAO. The Management is also requested to conduct a meaningful dialogue with the Recognised Trade Unions, regarding review of the Restructuring of Manpower.

(5) Banning of peaceful dharna, hunger strike, etc., in BSNL.

The BSNL Management is not allowing the even the holding of peaceful dharna, hunger strike, etc., by the employees. Vide it's letter no.BSNL/7-1/SR/2020 dated 17.02.2021, the Management has issued instructions to disallow the holding of peaceful agitations such as dharna, hunger strike, etc. In this connection, we would like draw the attention of the Management to the judgement of the Hon'ble Supreme Court, delivered in a bunch of public interest litigations on July 23, 2018, wherein it has been upheld that, ***the right to peaceful protests is a fundamental right, guaranteed under Article 19(1)(b).***

In this connection, we would like to state that, organising of dharnas and hunger strikes by trade unions, has been taking place in BSNL since the inception of the Company and even before that, i.e., during the days of the DoT. Observing hunger strike is a universally accepted Gandhian form of peaceful agitation. Hunger strike means nothing, but observing fasting by the employees, with the view to seek settlement of their justified demands. Such hunger strikes are being organised without causing any dislocation to the services.

Further, in it's aforementioned letter, the BSNL Management has stated that, all the activities during working hours (beyond lunch hours), resulting in cessation / retardation of work, like dharna / hunger strike, amount to strike. We wish to tell the Management that, nowhere in the Industrial Disputes Act, dharna and hunger strike are termed as strike. In view of this, we request the BSNL Management to withdraw it's instructions contained in it's letter no.BSNL/7-1/SR/2020 dated 17.02.2021.

(6) Difficulties being experienced by the DR JEs in getting transfers under Rule-8 and Rule-9 of BSNL Transfer Policy.

(a) Transfers under Rule-8.

It has already been brought to the notice of the Management many times that, the DR JEs are facing a lot of hardships in getting transfer under Rule-8. Even after completing 5 years of service, as required under Rule-8, the DR JEs are not getting transfers. Initially, pending implementation of the Restructuring, the Management did not consider the requests of the DR JEs, for transfer under Rule-8. Even thereafter, circles have been classified as Surplus circles and Deficient circles and transfers under Rule-8 are being considered only from the Surplus circles to Deficient circles. This has created a very big problem for the DR JEs to get transfers to their home circles. Hence, the Management should come forward to solve this problem.

(b) Transfers under Rule-9.

The employees who are faced with compelling domestic problems, apply for temporary transfer under Rule-9 of BSNL Transfer Policy. A couple of years back, the BSNL Management has imposed stringent conditions for getting a transfer under Rule-9. The conditions are so severe that an official can get temporary transfer only when his / her parents are affected with dreaded ailments

অবিলম্বে স্ট্যাগনেশন দুর করতে হবে।

like kidney failure and cancer. Such restrictions are inhuman. The CMD BSNL has already assured the All Unions and Associations of BSNL to undertake a review of the stringent conditions imposed in Rule-9. However, such a review has not been done so far. It is requested that, this assurance of the CMD BSNL should be fulfilled taking the Recognised Unions and Associations also into confidence.

(7) Non-declaration of the JTO LICE results in Punjab circle and the lackadaisical attitude of the Circle Administration.

The results of the JTO LICE, held in Punjab circle for the Vacancy Year-2014-15, has not been declared so far, due to legal wranglings. The issue was discussed more than once with the Director (HR).

As a result of these discussions, a direction was given to the Punjab circle administration to file an MA. This MA has also been filed long back. However, no breakthrough has come in this issue due to the lackadaisical attitude of the Punjab Circle Administration. This has already been brought to the notice of the Director (HR) on a number of occasions. For example, the case was listed for hearing on 31.05.2023. On that day, neither the BSNL counsel nor any officer of the Punjab Circle Administration, was present in the court.

On 31.05.2023, the cases listed up to serial no.80 were heard. BSNL's case was listed against serial no.99. The Hon'ble judges, after hearing the cases listed up to serial no.80, made an announcement in the open court that, they were prepared to hear any urgent case, if at all counsels of both the sides were present in the court. Utilising this opportunity, BSNL's case could have been brought up for hearing. However, this did not happen since neither BSNL's counsel nor any officer of the Punjab circle administration was present in the court.

We need not elaborate the mental agony and financial loss being suffered by the candidates who have appeared in the JTO LICE for the VY-2014-15, but are languishing due to the non-declaration of the results. The BSNL Management is requested to take meaningful steps for the early disposal of the MA in the court.

(8) Enhancing the ceiling for the outdoor medical claim with voucher.

The Corporate Office, vide it's letter no. BSNL/Admn.1/15-12/18 dated 08.05.2020, has fixed the ceiling of the outdoor medical claim with voucher, as ***15 days' basic pay plus DA as of 01.04.2020.*** The Management is allowing only 15 days' pay plus DA for the reimbursement of outdoor medical claim with voucher. The worst part of this is that 15 days' basic pay plus DA of the current year is not being taken, but is frozen with the basic pay plus DA as of 01.04.2020.

During these 3 years, the CGHS rates have been considerably hiked by the government. Further, the costs of medicines have also sky-rocketed due to inflation. Under these circumstances, it is very unfair on the part of the Management, to keep the ceiling as 15 days' pay as of 01.04.2020. Hence, the Management is requested to revise the ceiling and make it as 15 days' basic pay plus DA as of 01.04.2023. Further, it is also requested that, the ceiling should be reviewed every year and it should be fixed as 15 days' pay (basic pay + DA) as of the 1st April of that particular year.

(9) Allowing District Unions to function at the OA level.

After completion of the Consolidation of Business Areas, an impression is being given by the Management that, it accepts only the CHQ, Circle and BA level bodies of the Recognised Union. Earlier, the CHQ, Circle and District bodies of the Recognised Union were accepted by the Management. Even after the completion of the Consolidation of Business Areas, the Recognised Trade Unions have functional district unions in a sizable number of OAs. These district unions are functioning in accordance with the provisions of the Constitution of the Union, as approved by the Registrar of Trade Unions. In many OAs, the paid membership of these OA level district unions is more than 50. The Recognised Trade Union cannot allow the Management to shut-down the District Unions functioning at the OA level. Hence it is demanded that the Management should allow:-

(a) Functioning of the District Union at the OA level, wherever sufficient membership is available.
(b) Functioning of Local Council at the OA level.
(c) Allow the Office Accommodation already allotted to those District Unions functioning at the OA level.

****

Annexure

Result of 3rd Membership Verification for recognising Majority Association of Executives

Polling held on 12.09.2023

Sl. No.	Circle	Total Voters	Votes Polled	In Valid Votes Polled	Valid Votes Polled	Details of valid votes polled in favour of participating Associations							
						1	2	3	4	5	6	7	8
						AIBSNLEA	AIBSNLOA	AIGETOA	AITEEA	BEA	BBOA	BESA	SNEA
1	A&N	103	95	0	95	1	0	49	0	0	0	1	44
2	ALTTC	69	67	1	66	0	0	28	3	0	0	0	35
3	A.P.	1775	1743	3	1740	96	0	713	5	1	0	1	924
4	Assam	587	554	3	551	90	1	143	2	1	0	5	309
5	Bihar	824	781	3	778	85	1	273	10	3	10	8	388
6	BSNLCO	666	613	5	608	65	2	267	21	3	7	14	229
7	Chhatisgarh	421	405	2	403	2	1	173	29	1	0	6	191
8	Chennai TD	531	519	2	517	96	0	185	7	0	2	1	226
9	CNTX-N	267	257	3	254	2	0	89	6	2	2	1	152
10	Gujarat	1474	1403	3	1400	118	3	529	23	1	1	2	723
11	Haryana	779	755	5	750	3	0	227	14	4	44	31	427
12	H.P.	482	463	2	461	14	0	153	0	0	0	0	294
13	Jharkhand	482	466	0	466	14	0	195	23	0	1	3	230
14	J&K	461	444	3	441	2	2	134	3	1	0	0	299
15	Karnataka	1677	1586	3	1583	58	2	527	6	2	4	2	982
16	Kerala	2131	2089	13	2076	180	1	789	3	0	1	2	1100
17	Kolkata TD	717	695	10	685	54	3	272	31	2	0	4	319
18	Maharashtra	2392	2274	14	2260	86	1	595	55	22	1	8	1492
19	M.P.	1282	1252	11	1241	10	2	435	30	3	0	5	756
20	NE-I	334	313	9	304	21	0	87	0	0	1	1	194
21	NE-II	260	224	1	223	48	0	95	9	1	0	0	70
22	Orissa	765	745	5	740	37	1	297	6	2	0	9	388
23	Punjab	1468	1412	7	1405	72	0	445	8	2	1	26	851
24	Rajasthan	1628	1555	9	1546	58	2	722	24	1	1	5	733
25	Sikkim	57	52	0	52	3	0	17	0	0	0	0	32
26	Tamilnadu	1768	1724	6	1718	263	2	594	3	1	0	3	852
27	Telangana	1660	1605	5	1600	47	0	738	18	0	6	9	782
28	U.P. - East	1654	1606	6	1600	8	4	649	108	0	1	8	822
29	U.P. - West	905	880	8	872	2	1	282	28	0	5	5	549
30	Uttranchal	357	342	1	341	2	1	161	6	0	0	3	168
31	W.B.	870	835	5	830	156	0	165	41	3	0	6	459
	Total	28846	27754	148	27606	1693	30	**10028**	522	56	88	169	**15020**
%age w.r.t. Total no. of votes =			96.21%	0.51%	95.70%	5.87%	0.10%	**34.76%**	1.81%	0.19%	0.31%	0.59%	**52.07%**
						AIBSNLEA	AIBSNLOA	**AIGETOA**	AITEEA	BEA	BBOA	BESA	**SNEA**

14/09/2023
(Shambhu Prasad Singh)
Chief Returning Officer 3rd MV - 2023

অবিলম্বে ৪-জি ও ৫-জি প্রযুক্তি যুক্ত মোবাইল পরিষেবা চালু করতে হবে।